দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... ... কলাম 3

C25

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ভাবতে হবে

'সংবাদ'-এর সম্পাদকীয়-ও-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা হামিদা বানুর লেখা পড়লাম (৯, জানু. ৮৮, সংবাদ)। সংবাদ 'বলিয়াও বলা হইলনা' বলেছে, হামিদা বানু, নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবেই বেশী বলতে পারেননি। তবু, তাঁর চাপা কান্নার গোঙানি মিশ্রিত আক্রোশ আমাদের বুকে সঞ্চারিত হয়েছে। প্রত্যেক বিবেকবান ও কল্যাণকামী প্রগতিশীল বুকে এ সঞ্চারিত না হয়েই পারে না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একটি অশুভ চক্রের হাতে জিম্মি। আর এ তৎপরতায় এককালে বাড়ি-খাওয়া এ চক্রটি আমাদের ধর্মপরায়ণতার সূক্ষ্ম অনুভূতিকে পুঁজি করে 'সংগ্রাম' করছে, 'মিল্লাত'-এর পুনর্জাগরণ ঘটাচ্ছে, ইসলামের নামে এখানে-ওখানে শিবির গড়ে ইনকিলাব-জিন্দাবাদ জিকিরে কাফেলা এগিয়ে নিচ্ছে পেছনের দিকে যেখানে ওরা ছিলো। আমি, আমি কেনো, আমরা অনেকেই পর্দা পছন্দ করি। হামিদা ব নও। কিন্তু, এমন মন্তব্যের অবশ্য প্রতিবাদ করি: বোরকাওয়ালীরা সব ভালো---বোরকাহীনরা সব খারাপ। বোরকাওয়ালী এক ইসলামপন্থীর আন্তর্জাতিক স্বামী বক্তৃতা-বিবৃতিতে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন যে, বোরকাওয়ালীরাও নিন্দিত হবার কাজটি করেন অন্তরালে। থাক সে কথা। ধরা পড়লে ভণ্ডপীর না ধরা পড়লে পীর নামে দোর্দণ্ড প্রতাপেই ইসলামী সমাজে রাজত্ব চালিয়ে যান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন এসব ইসলামের নাম ব্যবহারকারী এক শ্রেণীর ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র। আসল আদল চেনা দায়। লেবাসে আবাসে চালচলনে বোঝা যায় না এরা আসলে কারা। আমি যে কলমটি দিয়ে লিখছি, এটা 'ইকোনো' নামেই কিনছি। লিখতে গিয়েই আবিষ্কার করলাম দেখতে 'ইকোনো' হলেও লিখতে 'ইকোনো' নয়। আমি এর পর দেখে কিনবো। ভুয়া কোম্পানীর তাতে ব্যবসা লাটে উঠবে না, দেশের এতো এতো মানুষকে একবার করে ঠকালেও কোম্পানীর ব্যবসায় হয়ে যাবে। এমন ব্যবসায় সে যে কারো হোক, হতে দেয়া দেশের জন্যে, পৃথিবীর পোড়খাওয়া জনসমষ্টির জন্যে মঙ্গলজনক হতে পারে না।

ইসলামের নামধারী ছাত্র-শিক্ষকদের পরিবেষ্টিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আলামত শুরুতর। এখানে কল্যাণকামী ও প্রগতিশীল ছাত্র-শিক্ষকদের নানাভাবে নাজেহাল করা হয়, বহিষ্কার করা হয়, সম্মানজনক পদ থেকে অপসারণ করা হয়, অপমানিত করা হয়--হলের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে ডেকে নিয়ে নির্যাতন করে জনসাধারণে ফাঁস না করার জন্যে সতর্ক করে দেয়া হয়।

হলে, কারা প্রবেশাধিকার পায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের পাশে পাশে অবস্থান করে কোন ছাত্র-শিক্ষক থ. পটি পেট্রোডলারের দাপটে ক্যাম্পাসে নিজেদের নির্দেশিত ইসলামী কায়দায় মস্তানি করে বেড়ায় আমরা জানি আমরা এও জানি ধর্মের সূক্ষ্মতম অনুভূতিকে পুঁজি করে শুধু পরকালের শান্তি নিশ্চিতকরণের প্রলোভনে ওরা কেমন করে নিরীহ ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকদের ব্যবহার করে জীবনকে পরনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হীন পথ ধরতে বাধ্য করায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, দেশের একমাত্র বিদ্যাপীঠ যা এদেশের প্রগতিশীল শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি-রাজনীতি হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এদেশের বেশী সংখ্যক বহুল প্রচারিত পত্র-পত্রিকাগুলোর এদিকে--এ অশুভ দিকের, 'ক্রমবিকাশের ধারার বিরোধিতা করতে দেখছি না তেমন। এঁরা শুধু কোন দেশের আদর্শের অন্তঃসারশূন্যত প্রমাণিত হয়ে গেলো বয়ান করেন পত্রিকা মারফত আমাদের জানিয়ে কৃতার্থ করেন, 'অমুক দেশ ধনী হইতে পারিল না, অমুকের নাম স্বর্গতপুর না হইয়া কোনো হরিপুর-রাণীগঞ্জ হইল' ইত্যাদি।

আমি দেশের সকল কল্যাণকামী ও প্রগতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য জনপদে এমন অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে আহ্বান জানাই।

জে. এইচ. মোল্যা,
টঙ্গী কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর।